

# সূরা লুক্‌মান-৩১

## (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ, শিরোনাম এবং প্রসঙ্গ

সাধারণভাবে সকলের অভিমত হলো, আলাচ্য সূরাটি নবী করীম (সাঃ) এর মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে অথবা যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন, ষষ্ঠ কি ৭ম বছরের দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরা ‘আর রুম’ এই মন্তব্যসহ শেষ হয়েছিল যে পবিত্র কুরআন মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষাই বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। কিন্তু কাকিরদের সত্য দর্শন করার মতো দৃষ্টিশক্তি নেই এবং তাদের হৃদয়ও মোহরাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখানো সত্ত্বেও এসব কাকির বার বার উল্লেখ করে চলেছে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন মিথ্যাবাদী ও প্রতারক ছাড়া অন্য কিছু নয়। বর্তমান সূরাটি পবিত্র ও দৃঢ় উক্তিহক্বার শুরু হয়েছে যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কোন মিথ্যাবাদী বা প্রতারক নন এবং এই ঐশী কিতাব অর্থাৎ কুরআন সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট থেকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এটি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ এবং এটি সত্যাত্মক যে কোন ব্যক্তিকেই সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকে। পূর্ববর্তী সূরাতে এও বলা হয়েছিল, ইসলাম ক্রমাগত সাফল্য ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে এবং কাকিররা পরাজয়, গ্লানি ও অপমানের সম্মুখীন হবে। বর্তমান সূরাটিতে সেইসব বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে, যেসব নৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে ও যেগুলোর সত্যিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যক্তি ও জাতি স্ব স্ব ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করতে পারে এবং মহত্ব ও খ্যাতির অধিকারী হতে পারে।

বিষয়বস্তু

সূরাটির শুরুতেই সফলতা লাভ করার অপরিহার্য পূর্ব-শর্ত হিসাবে সত্যিকার বিশ্বাস ও সঠিক কর্মের কথা বলা হয়েছে এবং হযরত লুক্‌মান (আঃ) এর মুখনিঃসৃত কিছু উক্তির মাধ্যমে কতিপয় বিশ্বজনীন নৈতিকতার মূল-তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসব নৈতিক তত্ত্বের মূল কথা হলো, আল্লাহ এক এবং অন্যান্য নৈতিক আদর্শ এই মূল বিশ্বাস থেকেই উৎসারিত। ঐশী একত্ববাদের পর দ্বিতীয় যে উল্লেখযোগ্য বিষয় তা হচ্ছে, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যবোধ, যার মধ্যে সর্বপ্রথম অগ্রগণ্যতার দাবী রাখে পিতামাতার প্রতি সম্মানের কর্তব্য। এই দুটি মৌলিক অনুশাসনের গুরুত্ব অনুধাবনের লক্ষ্যে একজন মুসলমানকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সে যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং কোন অবস্থাতেই যেন আল্লাহর আনুগত্যের মোকাবিলায় অন্য কারো প্রতি আনুগত্য না দেখায়, এমনকি পিতামাতাও যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি আনুগত্য করতে বলেন তাহলেও তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একমাত্র আল্লাহর প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। তবে সর্বাবস্থায় পিতামাতার প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়ালু ও শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। অতঃপর বলা হয়েছে, আল্লাহর প্রতি মানুষের আনুগত্যের বাস্তব রূপ নামায আদায়ের মাধ্যমে এবং মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব পালন, ভাল কাজে অংশগ্রহণ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তারপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, যখন একজন মু‘মিন সত্য প্রচারের কঠিন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং মানুষকে সৎভাবে জীবনযাপন করার আহ্বান জানায় তখন বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও বাধা-বিপত্তি তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এবং তাকে বিভিন্ন অত্যাচার, নিপীড়ন ও অপমান সহ্য করতে হয়। কাজেই এসব প্রতিকূলতায় ভীত না হয়ে মু‘মিনদের উচিত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে এই অবস্থার মোকাবিলা করা। বস্তুত একজন বিশ্বাসী যখন তার ওপর ন্যস্ত সত্য ও মহৎ কর্তব্য সম্পাদনে অসত্যের প্রবল বিরোধিতাকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে মোকাবিলা করে তখনই সাফল্য তার নিকট এসে ধরা দেয় এবং দলে দলে লোক তার নিকট আনুগত্য প্রদর্শন করে। তবে একজন মু‘মিনকেও এই সময়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং এই সময়ে তার সম্পর্কে যে উচ্চ প্রশংসা ও জয়ধ্বনি করা হতে থাকে তাতে প্রভাবান্বিত না হয়ে এবং অহমিকা ও আত্মশ্লাঘার শিকার না হয়ে তাকে মানসিক ভারসাম্য ও সাবধানতা সহকারে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। অতঃপর সূরাটিতে প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন ইসলামের অনুকূলেই কাজ করছে। সূরাটি অস্বীকারকারীদে প্রতি এই সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক শেষ হয়েছে যে তাদের জন্য ফয়সালা দিন খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে যখন তাদের মান-সম্মান, সম্পদ এবং প্রতিপত্তি কোনই কাজে আসবে না। তখন তাদের সম্মান-সম্মতিরীও ইসলাম কবুল করবে এবং এর উন্নতিকল্পে নিজ সম্পদরাজি ব্যয় করবে।

★ [এ সূরায় মানুষকে বিনয় অবলম্বন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চল এবং নিজেদের কষ্টস্বরকেও নিচু রাখ। এরপর মানুষকে কৃতজ্ঞতার দিকে মনোনিবেশ করতে বলা হয়েছে। এটা এ সূরার এক মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হযরত লুক্‌মান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বার বার কৃতজ্ঞতার বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। অতএব হযরত লুক্‌মান (আঃ)কে যে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে এর মূল বিষয় হলো, ‘আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন’। এ বিষয়টি দিয়েই তাঁর উপদেশ শুরু হয়েছে। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহরাজীর কোন সীমাপরিসীমা নেই। তিনি পৃথিবী ও আকাশ এবং এতে যেসব গুপ্ত শক্তি রয়েছে তা মানুষের উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিয়োজিত করেছেন। এমনকি বিশ্বজগতের প্রান্তে অবস্থিত ছায়াপথসমূহ (Galaxies) মানুষের মাঝে নিহিত গোপন শক্তি সামর্থ্যের ওপর কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এমন সব মানুষও রয়েছে, যারা এ বিশ্বজগত সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখে না এবং নিজেদের অজ্ঞানতা সত্ত্বেও আগ বাড়িয়ে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে বানিয়ে কথা বলে থাকে। এদের কাছে কোন হেদায়াতও নেই আর কোন জ্ঞানপূর্ণ ঐশীগ্রন্থও নেই যাতে শিরকের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এ সূরায় ‘কিতাবে মুনির’ (অর্থাৎ উজ্জ্বল কিতাব) বলে এই ভুল ধারণার সংশোধন করা হয়েছে যে প্রতিমা পূজারীরা নিজেদের বিকৃত শিক্ষার সত্যতার প্রমাণরূপে কোন কোন কিতাব উপস্থাপন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তারা বেদের রেফারেন্স দিয়ে থাকে। কিন্তু বেদেতো কোন প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তিপ্রমাণ নেই, বরং বেদ মানুষকে আরো অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়।

বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা ও কুদরতের যেসব রহস্য ছড়িয়ে আছে কোন হিসাব বিজ্ঞানই এর নাগাল পাবে না। এমনকি সব সমুদ্র যদি কালি হয়ে যায় এবং সব বৃক্ষ কলম হয়ে যায় তবুও সমুদ্র শুকিয়ে যাবে এবং কলম শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতের রহস্যাবলীর বর্ণনা বাকী থেকে যাবে।

এরপর এ সূরায় এমন একটি আয়াত (২৯ আয়াত) রয়েছে, যা মানুষ সৃষ্টির রহস্যাবলীর দ্বার অভূতভাবে উন্মোচন করছে। এ বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, সে যদি মায়ের জরায়ুতে আকারপ্রাপ্ত ক্রণের প্রতি লক্ষ্য করে তাহলে সে বুঝতে পারবে তাকে সৃষ্টির সীমাহীন স্তর অতিক্রম করতে হয়। তখন তার প্রথম সৃষ্টির রহস্যাবলীর প্রজ্ঞা সম্পর্কেও সে সামান্য কিছুটা জ্ঞান লাভ করতে পারবে। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে এ কথা বর্ণনা করে থাকে, গর্ভধারণের সূচনা থেকে শুরু করে ক্রণের পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত ক্রণে সেসব পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে, যা জীবনের (প্রথম) সূচনা থেকে শুরু করে বিবর্তনের সব প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে। এটি এক অত্যন্ত বিস্তৃত গভীর বিষয়বস্তু। এ ব্যাপারে সব প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানীরা একমত। এ সূরায় বলা হয়েছে, এটা হলো তোমাদের প্রথম সৃষ্টি। যেভাবে এক তুচ্ছ কীট থেকে উন্নতি লাভ করে তোমরা মানবীয় শক্তিসামর্থ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছ সেভাবেই তোমরা নিজেদের নতুন সৃষ্টিতে কিয়ামত পর্যন্ত এতটা উন্নতি করতে থাকবে যে এই পরিপূর্ণতা লাভকারী আকারের তুলনায় মানুষ সেই শক্তি-সামর্থ্যই লাভ করবে যেভাবে মানুষের তুলনায় এই শক্তি-সামর্থ্যহীন কীটের ছিল যা থেকে জীবনের সূচনা করা হয়েছিল। এই বলে এ সূরার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে, মানুষকে যখন মৃতদের মাঝ থেকে চূড়ান্তভাবে পরিপূর্ণ আকারে পুনরায় উঠানো হবে এ জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে তা কখন কিতাবে হবে। এ প্রসঙ্গে সেসব অন্যান্য কথাও বলা হয়েছে, যার জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। এ জ্ঞানে মানুষের কোন অংশ নেই। এ সূরাতে প্রাসঙ্গিকভাবে আরো বলা হয়েছে, আকাশ থেকে পানি কখন ও কিতাবে বর্ষিত হবে, মায়ের জরায়ুতে কী বস্তু রয়েছে যা লালিতপালিত হচ্ছে, মানুষ ভবিষ্যতে কী অর্জন করবে এবং পৃথিবীতে তার মৃত্যু কোন্ স্থানে সংঘটিত হবে।

এখানে একটি সন্দেহের অবসান হওয়া প্রয়োজন। আজকের উন্নত যুগে এ দাবী করা হচ্ছে, নিত্য নতুন যন্ত্রপাতির সাহায্যে মায়ের পেটে কী আছে তা জানা যেতে পারে। এমনকি এ দাবীও করা হচ্ছে, সম্ভাবন সূস্থ হবে না কি জন্মগতভাবে রুগ্ন হবে এবং সে কি ছেলে হবে না কি মেয়ে হবে তাও জানা যেতে পারে। কিন্তু এ নিশ্চিত দাবী সত্ত্বেও তারা নিশ্চিতভাবে কখনো বলতে পারে না, মায়ের পেটে লালিতপালিত সম্ভাবন কি প্রতিবন্ধী না কি প্রতিবন্ধী নয়। তারা কেবল এক জোরালো সম্ভাবনার কথা বলে থাকে। এভাবে তাদের এ ভবিষ্যদ্বাণীও বার বার ভুল প্রমাণিত হয়েছে, যে সম্ভাবনের জন্ম হবে সে কি পুত্র হবে বা কন্যা হবে। মানুষ বহুবার এটি প্রত্যক্ষ করে আসছে, ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শীরা একটি শিশুর জন্মগত ঋতুর কথা নিশ্চিতভাবে বলে, কিন্তু শিশুর যখন জন্ম হয় তখন দেখা যায় সে এ ঋতু থেকে মুক্ত। এভাবেই কোন কোন সময় তারা নিশ্চিতভাবে বলে, কন্যার জন্ম হবে, কিন্তু দেখা যায় পুত্রের জন্ম হয়ে গেছে এবং এর বিপরীতটিও হয়ে থাকে। এসব ব্যাপারতো আমরা দৈনন্দিন জীবনে বার বার প্রত্যক্ষ করছি। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাঃ) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।



## সূরা লুকমান-৩১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ৩৫ আয়াত এবং ৪ রুকু

১। \*আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। \*আনাল্লাহ আ'লামু অর্থাৎ আমি আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানি।

الْم ②

৩। \*এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত<sup>২০১</sup>,

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ③

৪। (যা) \*সৎকর্মপরায়ণদের জন্য হেদায়াত এবং রহমত,

هَذِي وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ④

৫। \*যারা নামায কয়েম করে, যাকাত দেয় এবং পরকালেও দৃঢ়বিশ্বাস রাখে।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الرَّكُوعَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ⑤

৬। \*এরাই তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) হেদায়াতে প্রতিষ্ঠিত। আর এরাই সফল হবে।

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ ⑥

৭। আর এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা জ্ঞানের কোন ভিত্তি ছাড়াই (জনগণকে) আল্লাহুর পথ থেকে বিপথগামী করার জন্য কল্পকাহিনীর বেসাতি করে<sup>২০২</sup> এবং একে (অর্থাৎ আল্লাহর পথকে) ঠাট্টাবিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল বানায়। এদেরই জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব (নির্ধারিত) রয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ  
لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يُغَيِّرُ عِلْمًا وَ  
يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ  
مُّهِينٌ ⑦

৮। আর (এরূপ) লোকের কাছে যখন আমাদের আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হয় তখন সে অহঙ্কারভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে তা শুনতেই পায়নি। তার উভয় কানে যেন বধিরতা রয়েছে। অতএব তুমি (এবং) তাকে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও!

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا  
كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا  
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⑧

দেখুন : ক. ১ঃ১ খ. ৩০ঃ২ গ. ১০ঃ২ ঘ. ১৬ঃ৯০; ২৭ঃ৩ ঙ. ২ঃ৪; ৫ঃ৫৬; ৯ঃ৭১; ২৭ঃ৪ চ. ২ঃ৬।

২৩০১। কুরআন একটি অত্যর্চ্য গ্রন্থ। এতে বর্ণিত এমন কোন তথ্য, নীতি-আদর্শ ও তত্ত্ব নেই, যা প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা কিংবা আধুনিক বৈজ্ঞানিক উদঘাটন ও আবিষ্কারাদির দ্বারা ভুল ও অসত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে সহস্রাব্দিক বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এতে সামান্য ভুল-ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি নব নব যুগের নব নব চাহিদার প্রেক্ষিতেও এতে কোন অপূর্ণতা ধরা পড়েনি। কুরআন চিরসত্যের পবিত্র গ্রন্থ।

২৩০২। মানব-জীবন খুবই অর্থপূর্ণ বিরাট উদ্দেশ্য ও মহান লক্ষ্য পূরণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু দুর্বল-চেতা হীনমন্য ব্যক্তিরা তাদের মহামূল্য সময়কে অপব্যয় করে এবং তাদের শক্তি-নিচয়কে হেলায় খেলায় ও অপকর্মে কাটিয়ে ফিরে (২৩ঃ১১৬)।

৯। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহ।

১০। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (এটা) আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

১১। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, \*তিনি স্তম্ভ ছাড়াই আকাশসমূহকে সৃষ্টি করেছেন। \*তোমাদের খাদ্য সরবরাহের জন্য তিনি পৃথিবীতে পাহাড় বানিয়েছেন<sup>১০০</sup> এবং এ (পৃথিবীতে) প্রত্যেক প্রকারের বিচরণশীল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। আর আকাশ থেকে আমরা পানি অবতীর্ণ করেছি এবং এ (পৃথিবীতে) \*সব ধরনের উত্তম জোড়া উৎপন্ন করেছি।

১২। এ হলো আল্লাহর সৃষ্টি। অতএব আমাকে দেখাও তিনি <sup>১২</sup> ছাড়া অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে? আসলে যালেমরা সুস্পষ্ট <sup>১০</sup> বিপথগামিতায় রয়েছে।

১৩। আর নিশ্চয় আমরা লুক্‌মানকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম (এবং তাকে বলেছিলাম,) ‘আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। যে-ই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে কেবল নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকে। আর যে অকৃতজ্ঞ হয় (তার স্মরণ রাখা উচিত) নিশ্চয় আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) প্রশংসার অধিকারী।’

১৪। আর (স্মরণ কর) লুক্‌মান<sup>১০০৪</sup> যখন তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, ‘হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করো না। নিশ্চয় শিরক এক অনেক বড় যুলুম<sup>১০০৫</sup>।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ①

خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②

خَلَقَ السَّمُوتَ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا  
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ  
تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا  
فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ③

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ  
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي  
ضَلَالٍ مُبِينٍ ④

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ  
لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ  
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑤

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ  
يَبْنِي ۚ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ  
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ⑥

দেখুন : ক. ১৩ঃ৩ খ. ১৩ঃ৪; ১৫ঃ২০; ১৬ঃ ১৬; ৭৭ঃ২৮ গ. ৫০ঃ৮।

২৩০৩। কুরআনের অন্যত্র (১৩ঃ৪) ‘আল্‌কা’ (তিনি স্থাপন করলেন) এর স্থলে ‘জাআলা’ (তিনি তৈরী করলেন) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায়, পর্বতমালা পৃথিবীরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, বাইরে থেকে এনে পৃথিবীর বুকে স্থাপিত হয়নি।

২৩০৪। হযরত লুক্‌মান অনারব বলে মনে হয়। খুব সম্ভবত তিনি ইথিওপিয়ার (আবিসিনিয়া) লোক ছিলেন। তিনি মিসর বা নুবিয়ার অধিবাসী বলে কথিত আছে। অনেকে তাঁকে এবং খ্রীসের ঈশপকে একই ব্যক্তি বলে মনে করেন। কুরআনের আলোচ্য আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতসমূহে হযরত লুক্‌মান তাঁর পুত্রকে যে সব হিতোপদেশ দিয়েছেন তা দৃষ্টে মনে হয়, হযরত লুক্‌মান আল্লাহর একজন নবী ছিলেন (আলায়হিস্ সালাম)।

২৩০৫। ধর্মের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান মৌলিক শিক্ষা হলো, আল্লাহ এক। এই মূল মতবাদ থেকেই ধর্মের অন্যান্য ধর্মীয় আদর্শ ও নীতিমালা উৎসারিত হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে উপাসনা করে মানুষ কেবল নিজেকেই হেয় প্রতিপন্ন করে, নিজের সত্তার বিকাশে ও সম্প্রসারণে নিজেই বাধা প্রদান করে।

১৫। \*আর আমরা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে (সদাচরণ করার) তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছি<sup>২০০৬</sup>। তার মা তাকে (এক) দুর্বল অবস্থার পর আরেক দুর্বল অবস্থায় (গর্ভে) বহন করে থাকে। আর তার <sup>২০০৬</sup>\*দুধ ছাড়ানো দুবছরে (সম্পন্ন) হয়। (তাকে আমরা এই তাগিদপূর্ণ আদেশও দিয়েছি,) আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং তোমার পিতামাতারও (কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর)। (মনে রেখো) আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে।

وَوَضَّيْنَا لِلْإِنْسَانِ يُولَدَ عَلَيْهِ حَمَلَتُهُ  
أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَضْلُهُ فِي  
عَمَائِينَ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ  
الْمَصِيرُ ⑩

১৬। আর যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাকে আমার শরীক সাব্যস্ত করতে তারা উভয়ে (অর্থাৎ পিতামাতা) তোমাকে পীড়াপীড়ি করলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। তবে তাদের উভয়ের সাথে সঙ্গত রীতিনীতি<sup>২০০৭</sup> অনুযায়ী পার্থিব বিষয়ে সদাচরণ অব্যাহত রাখবে এবং সেই ব্যক্তির পথ অনুসরণ করবে, যে আমার দিকে বিনত হয়। এরপর আমার দিকেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আমি তোমাদের অবহিত করবো।

وَأِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا  
كَانَ لَكَ بِمِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ  
صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَآتِ  
سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ  
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑪

১৭। হে আমার প্রিয় পুত্র! সরিষা বীজ পরিমাণ কোন (কর্ম) কোন পাথরে (চাপা পড়ে) থাকলে তা আকাশসমূহে বা পৃথিবীতে যেখানেই পড়ে থাকুক আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন<sup>২০০৮</sup>। নিশ্চয় আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী (ও) সবিশেষ অবহিত।

يُنَبِّئُكَ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ  
خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي  
السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ⑫

১৮। হে আমার প্রিয় পুত্র! নামায কয়েম কর, উত্তম কাজের আদেশ দাও, মন্দ বিষয়ে নিষেধ কর এবং তোমার কোন (বিপদ) এলে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত।

يُنَبِّئُكَ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ  
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ⑬

দেখুন : ক. ৬ঃ১৫২; ২ঃ৯৯; ৪ঃ১৬।

২০০৬। এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াত একটি মধ্যবর্তী বাক্যমাত্র। এতে আল্লাহর প্রতি মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্যের পরে পরেই নির্ধারিত করা হয়েছে তার দ্বিতীয় প্রধান কর্তব্য-মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য যার সূচনা ঘটে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের মাধ্যমে।

২০০৬-ক। এই আয়াত এবং ৪৬নং সূরার ১৬নং আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক তফাৎ দেখা যায়। তবে সত্য এটাই যে অনেক সন্তান সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। তাদেরকে অধিক দিন মাতৃস্তন্য পান করাতে হয়। দুর্বল শিশুদেরকে দীর্ঘতর সময় ধরে মাতৃস্তন্য পান করাতে হয়।

২০০৭। আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্য ও পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, এই দুই কর্তব্যের মধ্যে যদি কখনো দ্বন্দ্ব বাধে তাহলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি কর্তব্যকে সে প্রাধান্য দিবে। কেননা এ ক্ষেত্রে এটাই হবে তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আল্লাহর প্রতি এই কর্তব্য করতে গিয়ে যদিও তাকে পিতা-মাতার অবাধ্য হতে হয়, তথাপি এ অবাধ্যতার মধ্যেও সন্তানকে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, শালীনতা ও নম্রতার ব্যবহারই করতে হবে। পার্থিব ও সাংসারিক বিষয়ে তাদের অবাধ্যতা বা অশালীন উদ্ধত্য নিষিদ্ধ। মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের নম্রতা, কোমলতা, দয়া-ভালবাসা ও শালীনতা বজায় রাখতে হবে।

২০০৮। ভাল হোক, মন্দ হোক, কোন কাজই বিফলে যায় না। তা চিরস্থায়ী দাগ রেখে যায়। এই সত্যের প্রতিই ৫০ঃ১৯ আয়াত আমাদের দৃষ্ট আকর্ষণ করেছে।

১৯। আর (অহংকারবশে) মানুষকে অবজ্ঞা করো না<sup>২০৯</sup>  
 \*এবং ঔদ্ধত্যের সাথে পৃথিবীতে চলাফেরা করো না। আল্লাহ  
 কোন অহংকারী (ও) দাষ্টিককে পছন্দ করেন না।

وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي  
 الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
 مُخْتَالٍ فَخُورٍ ⑩

২০। আর তোমার চলাফেরায় মধ্যপস্থা অবলম্বন কর এবং  
 ২ তোমার কণ্ঠস্বর নিচু রাখ। নিশ্চয় সবচেয়ে অপ্রীতিকর স্বর  
 ১১ হলো গাধার স্বর।

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ  
 صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ  
 الْحَمِيرِ ⑪

২১। তোমরা কি ভেবে দেখনি, আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে  
 যা-ই আছে তা আল্লাহ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন  
 এবং তিনি তাঁর নেয়ামতসমূহ তোমাদের জন্য বাহ্যিকভাবে ও  
 অভ্যন্তরীণভাবেও পূর্ণ করেছেন<sup>২১০</sup> আর এমন অনেক মানুষ  
 আছে, \*যারা কোন জ্ঞান বা হেদায়াত বা জ্যোতির্ময় কিতাব  
 ছাড়াই আল্লাহ সন্মুখে বিতর্ক করে<sup>২১১</sup>।

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي  
 السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ  
 نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ  
 مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا  
 هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ⑫

২২। আর এদের যখন বলা হয়, ‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন  
 তোমরা এর অনুসরণ কর’ তখন এরা বলে, “এর পরিবর্তে  
 আমরা সেই পথের অনুসরণ করবো যার ওপর আমরা  
 আমাদের পূর্বপুরুষদের (দেখতে) পেয়েছি<sup>২১২</sup>।’ শয়তান  
 জ্বলন্ত আগুনের আযাবের দিকে এদের ডাকলেও কি (এরা  
 তা-ই করবে)?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
 قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ  
 آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ  
 إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ⑬

২৩। \*আর যে-ই তার সব মনোযোগ আল্লাহতে সমর্পণ করে  
 এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় সেক্ষেত্রে নিশ্চয় সে এক মজবুত  
 হাতল ধরে ফেলেছে। আর সব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই  
 দিকে (ফিরে) যায়<sup>২১৩</sup>।

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ  
 فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى  
 اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ⑭

দেখুন : ক. ১৭ঃ৩৮; ২৫ঃ৬৪ খ. ১৩ঃ১৪; ২২ঃ৪৯ গ. ৫ঃ১০৫; ১০ঃ৭৯; ২১ঃ৫৪ ঘ. ২ঃ১১৩।

২৩০৯। ‘স’অ্যারা খাদ্দাহ্’ অর্থ সে ঘৃণা ও অহঙ্কারে নিজের মুখ তাদের দিক থেকে ফিরিয়ে নিল, নিজ গাল ফুলালো (লেইন, মিফতাহ)।

২৩১০। বাক্যটির তাৎপর্য এই হয়, মানুষের সকল প্রকারের প্রয়োজন- তা সে জাগতিক হোক আর আধ্যাত্মিক হোক, বৈষয়িক হোক  
 আর মানসিক হোক, কিংবা জানা বা অজানা হোক, সকল প্রকারের প্রয়োজন মিটাবারই ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করেছেন।

২৩১১। মানুষের সাধারণ বুদ্ধি, জ্ঞান ও যুক্তি, মানুষের অভিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি আল্লাহর বাণী, সব কিছু একত্রিতভাবে  
 এটাই সাক্ষ্য দেয়, বহু-ঈশ্বরে বিশ্বাস একটি ভ্রান্ত ও নির্বোধ বিশ্বাস মাত্র। ‘জ্ঞান বা হেদায়াত বা জ্যোতির্ময় কিতাব ছাড়াই’ কথাগুলো  
 দ্বারা এ তাৎপর্য ও অর্থ প্রকাশ পায়।

২৩১২। মানুষ এমনইভাবে সৃষ্ট যে সে তার পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস কোন মতেই ছাড়তে চায় না, তাকে যতই তা বুঝানো হোক  
 না কেন। আল্লাহর নবীগণের সকলেই এরূপ সুনির্দিষ্ট বাধার সম্মুখীন হয়েছেন যে অবিশ্বাসীরা তাদের পূর্বপুরুষের মত ও পথ, বিশ্বাস ও  
 ধারণা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, অবিশ্বাস ইত্যাদি সহজে মরে না।

২৩১৩। একমাত্র আল্লাহই প্রত্যেক কর্মের প্রতিফল সৃষ্টি করেন।

২৪। আর \*যে অস্বীকার করে তার অস্বীকার যেন তোমাকে দৃষ্টিগ্ৰাস্ত না করে। আমাদের দিকেই তাদের ফিরে আসতে হবে। অতএব তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আমরা তাদের অবহিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মনের কথা খুব ভাল করেই জানেন।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ ۚ  
إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَتُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾

২৫। আমরা এদের কিছুটা সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিব। এরপর আমরা এদের অসহায় করে কঠোর শাস্তির দিকে নিয়ে যাব।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ  
عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٥﴾

২৬। \*আর তুমি যদি এদের জিজ্ঞেস কর, ‘আকাশসমূহ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?’ তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ্‌।’ তুমি বল, ‘সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই<sup>২৩৪</sup>।’ কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না।

وَلَيْتَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ  
وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ  
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। \*আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে তা আল্লাহ্‌রই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) প্রশংসার অধিকারী।

يَلٰٓهُوْا مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ  
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٧﴾

২৮। \*আর পৃথিবীতে যত গাছ আছে সব যদি কলম হয়ে যায় এবং সাগর (কালি হয়ে যায় এবং) এ ছাড়াও সাত<sup>২৩৫</sup> সাগরও যদি এর সহায়ক হয় তবুও আল্লাহ্‌র কথা শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ  
وَالْبَحْرِ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ اَبْحُرٍ  
مَا نَفَدَتْ كَلِمَتُ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ  
عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾

★ ২৯। তোমাদের সৃষ্টি ও তোমাদের পুনরুত্থান কেবল একটি প্রাণের (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) ন্যায়ই<sup>২৩৬-ক</sup>। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদ্রষ্টা।

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَخْلُقُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ  
وَاحِدَةٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿٢٩﴾

দেখুন : ক. ৩ঃ১৭৭ খ. ২ঃ৪৬২; ৩ঃ৪৩৯ গ. ২ঃ২৮৫; ১০ঃ৫৬; ২৪ঃ৬৫ ঘ. ১৮ঃ১১০।

২৩১৪। বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি-পরিবর্তনায় যে পরিপূর্ণতা ও পরিপক্বতা দৃষ্ট হয় এবং এর রঞ্জে রঞ্জে পরিচালনার যে অনবদ্য শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয় তা যদি বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার সাথে অনুধাবন করা যায় তাহলে যে কোন ব্যক্তি অবশ্যাবীরূপে এ অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, এই বিশ্বজগতের নিশ্চয়ই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। বাচন-ভঙ্গি ‘লাইয়াকুলুনা’র তাৎপর্য এটাই, অবিস্থাসীদের একথা স্বীকার করা ছাড়া কোন গতান্তর নেই যে আল্লাহ্‌ তাআলাই এই বিশ্ব জগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন।

২৩১৫। আরবী ভাষায় ‘সাত’ এবং ‘সত্তর’ বহু সংখ্যক অর্থে প্রায়শ ব্যবহৃত হয়ে থাকে; ‘সাত’ ও ‘সত্তরের’ সংখ্যাগত মান হিসাবে নয়।

২৩১৫-ক। এই আয়াতের তাৎপর্য হলো, সকল মানুষই এক প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁধা। এর দ্বারা এ কথাও বুঝায় যে ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি-অবনতি যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে ঘটে থাকে, জাতিসমূহের উত্থান-পতনও সেই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনেই ঘটে থাকে।

৩০। তুমি কি ভেবে দেখনি, নিশ্চয় \*আল্লাহ্ রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান<sup>২০১৬</sup>। আর তিনি \*সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এদের প্রত্যেকেই এক নির্ধারিত মেয়াদের দিকে ধাবমান রয়েছে। আর (মনে রেখো) তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালোভাবেই অবহিত।

৩১। এর কারণ হলো, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই সত্য এবং তাঁকে ছেড়ে  
[১১] তারা যাকেই ডাকে তা অবশ্যই মিথ্যা। আর নিশ্চয় আল্লাহ্  
১২ অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন (ও) মহান।

৩২। তুমি কি ভেবে দেখনি, আল্লাহ্‌র নেয়ামত নিয়ে সাগরে  
\*নৌযান চলে<sup>২০১৭</sup> যেন তিনি তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু  
তোমাদের দেখান? নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল (ও) কৃতজ্ঞ  
ব্যক্তির জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

৩৩। আর ঢেউ যখন ছায়ার ন্যায় তাদের ঢেকে ফেলে তখন  
\*তারা আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে  
ডাকতে থাকে। এরপর \*তিনি যখন তাদের উদ্ধার করে তীরে  
নিয়ে আসেন তখন তাদের একাংশ মধ্যপন্থা অবলম্বন  
করে<sup>২০১৮</sup>। আর ভয়ানক ধোঁকাবাজ (ও) অতি অকৃতজ্ঞ  
ব্যক্তিই আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

৩৪। হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের  
তাকওয়া অবলম্বন কর এবং \*সেই দিনকে ভয় কর যেদিন  
কোন পিতা তার পুত্রের কাজে আসবে না আর পুত্রও তার  
পিতার কোন কাজে আসবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি  
সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কখনো ধোঁকায়  
ফেলে না দেয় এবং ধোঁকাবাজ (শয়তান)ও যেন আল্লাহ্  
সম্বন্ধে তোমাদের কখনো ধোঁকা দিতে না পারে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ  
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
زُكُلًا يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٠﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا  
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ  
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣١﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ  
بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ  
فِي ذَٰلِكَ لَا يِتَّ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٢﴾

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ  
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ  
إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ  
بِآيَاتِنَا إِلَّا كَلٌّ خِتَارٍ كَفُورٌ ﴿٣٣﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاخْشَوْا يَوْمَ مَا  
لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ  
هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ  
اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ  
الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ  
الْغُرُورُ ﴿٣٤﴾

দেখুন : ক. ২২ঃ৬২; ৩৫ঃ১৪; ৫৭ঃ৭ খ. ৭ঃ৫৫; ১৩ঃ৩; ৩৫ঃ১৪; ৩৯ঃ৬ গ. ১৭ঃ৬৭; ৩০ঃ৪৭; ৪৫ঃ১৩ ঘ. ১০ঃ২৩; ১৭ঃ৬৮; ২৯ঃ৬৬ ঙ. ১০ঃ২৪; ১৭ঃ৬৮ চ. ২ঃ১২৪; ৮ঃ২০।

২০১৬। রাতের পর দিন আর দিনের পর রাত যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে আবর্তিত হয়, জাতি ও ব্যক্তির ভাগ্যও সেভাবেই একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে আবর্তিত হয়ে থাকে।

২০১৭। বড় বড় নৌযানগুলোর সমুদ্র গমন আল্লাহ্‌রই আশীর্বাদ বিশেষ। মানবজাতির কল্যাণ ও উন্নতির ক্ষেত্রে এর অবদান অনেক বেশি। যে জাতির সমুদ্রগামী শক্তি যত বেশি, সে জাতিই বিশ্বের মাঝে তত বেশি ধনী ও তত বেশি শক্তিশালী। নেয়ামত শব্দ দিয়ে পণ্যসমূহকে বুঝানো হয়েছে।

২০১৮। এই আয়াতে মুশরিকদের (বহু-ঈশ্বরবাদীদের) সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। তারা অতি ক্ষণ-ভঙ্গুর বিশ্বাসের অধিকারী হয় এবং কুসংস্কারের বশবর্তী থাকে। সামান্য ভাগ্য বিপর্যয়েই তারা ভীত ও মুহ্যমান হয়ে পড়ে। কেননা গুনা-কথা, মনগড়া-বিশ্বাস ও কুসংস্কার হলো তাদের বিশ্বাসের উপাদান।

- ৩৫। কিয়ামতের জ্ঞান নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে।  
 \*তিনি বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন। আর গর্ভাশয়ে যা-ই আছে তা  
 তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী  
 ৪ উপার্জন করবে এবং (এটাও) কেউ জানে না কোন্‌ স্থানে সে  
 [৪] মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ (ও) ভালোভাবেই  
 ১৩ অবহিত<sup>২৩১৯</sup>।

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ  
 الْغَيْثَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۚ وَمَا  
 تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ وَمَا  
 تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٥﴾

দেখুন : ক. ৩০ঃ২৫; ৪২ঃ২৯।

২৩১৯। ইসলামের বিজয়ের মূল বিষয়টিতে ফিরে সূরাটি শেষ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করা হয়েছে : (১) ইসলামের বিজয় ও অবিশ্বাসের চূড়ান্ত পরাভব কখন হবে, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে, (২) মানুষের অবস্থাবলীর কোন্‌ পর্যায়ে বাণী প্রেরণ আবশ্যিক তাও একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। সঠিক সময় বুঝেই তিনি ‘কুরআন’ অবতীর্ণ করেছেন। (৩) একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন, অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধররা ইসলাম গ্রহণ করবে, না অবিশ্বাসের মধ্যেই পড়ে থাকবে অর্থাৎ যেসব অবিশ্বাসী নেতারা এই মুহূর্তে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম চালাচ্ছে তাদের পুত্র-পৌত্ররা ইসলাম গ্রহণপূর্বক এর সংরক্ষণ ও বর্ধনের জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিবে কিনা এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে এবং (৪) অবিশ্বাসীরা মোটেই অবগত নয় যে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অবিশ্বাসীদের নেতৃবৃন্দ যারা মহানবী (সাঃ) ও তাঁর সাথী মুসলমানদেরকে নিজ নিজ জন্মভূমি ও গৃহ থেকে বলপূর্বক তাড়িয়ে দিয়েছে তারা নিজেরাই দেশান্তরে মৃত্যুবরণ করবে।